কবিগুরু দান্তে

সুজয় বসাক

'Onorate l'altissimo poeta. Inferno,' iv.80
'শ্রেষ্ঠ কবিকে শ্রদ্ধা জানাও।'

পাশ্চাত্য জগতের যে-তিনজন সাহিত্যিক মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগাতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে ইতালির কবি-সার্বভৌম দান্তে অন্যতম। হোমার প্রতীচীর আদি কবি; তাঁর রচনার অবাধ বিস্তার ও মর্মস্পর্শী আবেদন দান্তের রচনায় পাওয়া যায় না। শেক্সপীয়রের অন্তহীন বৈচিত্র্যও দান্তের কাব্যে দুর্লভ। কিন্তু দান্তের অর্থগৌরব ও গভীরতা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি 'কমেদিয়া'কে (যা 'দিভাইনা কমেদিয়া' নামে সুপরিচিত) এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে 'কমেদিয়া'র বহুল পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল; এর সম্বন্ধে বহু টীকা ও সমালোচনাও লেখা হয়েছে। তারপর কিছুদিন ক্ষীয়মাণ থাকার পরে 'কমেদিয়া'র খ্যাতি আবার বাড়তে থাকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। সে খ্যাতি আজও অম্লান। পরবর্তী কালে দান্তের প্রভাব যথেষ্ট পড়েছে, বিশেষত কাব্যসাহিত্যে। সমালোচনা-সাহিত্যে, ধর্মচিন্তায়, ললিতকলায় (যেমন বটিচেলি ও ব্লেকের ছবিতে), এবং সঙ্গীতে, সর্বত্রই দান্তের প্রভাব পরিস্ফুট। এ প্রভাব ইতালির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ইতালির বাইরে বিশ্বের প্রতিটি দেশে পরিব্যাপ্ত। চসার, মিলটন্, শেলি, টেনিসন, এলিয়ট প্রমুখ ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদের লেখায় দান্তের প্রভাব লক্ষণীয়। দান্তের যাঁরা প্রশস্তি রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অসংখ্য কবি ও মনীষী রয়েছেন। মার্কিন কবি লংফেলো (যিনি 'কমেদিয়া'র অনুবাদও করেছিলেন) তাঁর একটি সনেটের শেষ পঙ্‌ক্তিতে লিখেছেন— Ne'er walked the earth a greater man than he. এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রবন্ধ এবং মধুসূদনের সনেটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মধুসূদনের সনেটটির নাম 'কবিগুরু দান্তে' ও তিনি এই কবিতাটি ইতালির রাজা ভিক্তর ইমানুএলকে উপহাররূপে প্রেরণ করেন। এর শেষের দুটি ছত্র হচ্ছে—

'যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে?'

১২৬৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে (তারিখটা ৭ই ছিল কিনা জানা নেই) আর্নো নদীর তীরে

অবস্থিত দ্রাক্ষাকুঞ্জে সমাকীর্ণ ফ্লরেন্স নগরীতে অভিজাত অথচ আর্থিক দিকে বিড়ম্বিত আলিগিয়েরি-পরিবারে দান্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন গেল্‌ফ্‌। তাঁর বাল্য ও কৈশোর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে মনে করা হয়, তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ব্রুনেটো ল্যাটিনির কাছে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নয় বছর বয়সে দান্তে ফ্লরেন্সের এক বিশিষ্ট নাগরিকের কন্যা বিয়াত্রিচে পার্টিনারিকে প্রথম দেখেন। বিয়াত্রিচেরও তখন একই বয়স। প্রথম দর্শনেই দান্তে বিয়াত্রিচকে ভালোবাসেন। এই দেখা সম্পর্কে দান্তে লিখেছেন—

'ইতিপূর্বে আমার জন্মের পর নয় বার জ্যোতিঃস্বর্গ যেন একই স্থানে ফিরে এসেছে, এমন সময় আমার চোখের সামনে আবির্ভাব হল আমার মনের অধীশ্বরীর। যারা তাকে কি নামে ডাকবে জানে না তারা তাকে 'বিয়াত্রিচে' বলত। ইতিপূর্বেই সে সংসারে এতদিন কাটিয়েছে যে তার নবম বর্ষের আরম্ভে আমার সামনে তার আবির্ভাব হল, আর আমি তাকে দেখলাম আমার নবম বর্ষের শুরুতে। সেইদিন তার পোশাকের বর্ণ ছিল মহীয়ান্‌— মৃদু অথচ সুন্দর— উজ্জ্বল রক্তবর্ণে সুপ্ত সুনীল আভা। তার সুকুমার বয়সের সঙ্গে সবচেয়ে যা ভালো মানায় সেই রকম ছিল তার পরিধানের রীতি ও মেখলা বাঁধার ভঙ্গি। সেই মুহূর্তে আমি যথার্থই দেখলাম যে, হৃদয়ের একান্ত গোপন অন্তঃপুরে যে প্রাণশক্তির বাস সেই শক্তি এত প্রবলভাবে আন্দোলিত হতে লাগল যে আমার শরীরের ক্ষুদ্রতম ধমনীও প্রকম্পিত হল। আর সেই কম্পনের মধ্যে সেই শক্তি এই কথা উচ্চারণ করল— 'আমার চেয়ে প্রবলতম এক দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করো, আর এর কাছে আমি পরাভূত হব।''

এর নয় বছর বাদে বিয়াত্রিচে দান্তের সঙ্গে প্রথম কথা বলেন এবং ফলে দান্তের কবিমানসের বিকাশ ঘটে। বিয়াত্রিচের অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পরেও দান্তে দূর থেকে তাঁকে ভালোবেসে গেছেন— সারা জীবন তাঁকে ভালোবেসেছেন, দেবীর মতো পূজা করেছেন। চব্বিশ বছর বয়সে যখন বিয়াত্রিচের মৃত্যু হয় (১২৯০ খ্রিস্টাব্দ) সেই মর্মান্তিক ঘটনা দান্তেকে নিদারুণ হতাশায় অভিভূত করে ফেললেও তাঁর প্রেমকে এতটুকু মলিন করতে পারে নি। খুব অল্প কয়েকবার দান্তে বিয়াত্রিচেকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আরও কম। অথচ কি গভীর রূপান্তর না তাঁর জীবনে এই মেয়েটি ঘটিয়েছেন, দান্তের ভাষায় যাকে 'জন্মান্তর' বা 'নবজন্ম' ('vita nuova') বলা যায়। দান্তের না-বলা-বাণী বিয়াত্রিচে কোনোদিন অন্তরের গহনে শুনেছিলেন কিনা আমরা জানি না। কেন দান্তে তাঁর হৃদয়ের গোপন কথা প্রণয়িনীর কাছে ভাষায় ব্যক্ত করেননি সে রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত। হয়তো তাঁর লাজুক স্বভাবের জন্য, কারণ দান্তে ছিলেন রাশভারী ও চাপা প্রকৃতির মানুষ। কিংবা হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, বিয়াত্রিচে এত সাধ্বী ছিলেন ও এত দূরের জগতের যে পার্থিব প্রেমের অনুপযুক্ত। দান্তে নিজেই বলেছেন— 'আমার আশা আছে, আমি তাঁর সম্বন্ধে যা লিখব তা ইতিপূর্বে কোনো নারী সম্বন্ধে লেখা হয় নি।'

ফ্লরেন্স নগরীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য সেখানকার অধিবাসীদের মনে খুব রেখাপাত করেছিল বলে মনে হয় না। অন্তত তাদের উদ্দামতা প্রশমিত হয় নি। নিজেদের মধ্যে নানারকম বাদ-বিসংবাদ ও হানাহানিতে তারা সর্বদা লিপ্ত থাকত। তাদের মধ্যে নানা দল ও

উপদল ছিল; পরস্পরের বিরুদ্ধে সক্রিয় ষড়যন্ত্র চলত। একবার নগরীর শাসনভার এক দল হস্তগত করত, কিছুদিন পরে আর এক দল এসে বলপ্রয়োগ করে আগের দলকে ক্ষমতাচ্যুত করত। ইতালির দুই প্রধান গোষ্ঠীর (গেল্‌ফ্‌ এবং গিবেলাইন্‌) মধ্যে শতাধিক বছর ধরে সংগ্রাম চলছিল। দান্তে রাজনৈতিক জীবনের ওঠা-পড়া ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। (এ দিক থেকে তিনি প্রথম এলিজাবেথের যুগের ইংরাজ কবি স্পেন্সারের সঙ্গে তুলনীয়।) আজকের দিনে অবশ্য আমরা ঠিক বুঝতে পারব না কিভাবে দান্তের মতো কল্পলোকের কবি, যাঁর দৃষ্টি 'দিব্যোন্মাদঘূর্ণিত', ইতালীয় রাজনীতির রুধির-মলিন আবর্তে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পেরেছিলেন।

১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে দান্তে গেল্‌ফ্‌দের হয়ে গিবেলাইন্‌দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেন ও তাঁর নিজের দলকে জয়যুক্ত করেন। ফ্লরেন্সের যে দল 'রিয়াঞ্চি' বা শ্বেত-পক্ষ (নরমপন্থী) বলে পরিচিত ছিল দান্তে সেই দলের একজন নেতা নির্বাচিত হন (১৩০০ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁর শত্রুপক্ষকে 'নেরি' বা কৃষ্ণ-পক্ষ (চরমপন্থী) বলা হত। গেল্‌ফদের মধ্যেই এই দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, দান্তে সব সময় রাজনীতি নিয়ে থাকতেন না। সুন্দর সুন্দর কবিতা তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা ছিল তাঁর অধ্যয়নের বিষয়। এঁদের মধ্যে হোমার, অ্যারিস্টট্‌ল ('ইনফার্নো' চতুর্থ সর্গে দান্তে এঁকে পণ্ডিতকুলচূড়ামণি আখ্যা দিয়েছেন), বাইব্‌ল্‌-সংক্রান্ত রচনার লেখকেরা, সিসেরো, ভার্জিল, হরেস,.বিঠিআস্‌, টমাস অ্যাকুইনাস্‌ প্রভৃতি রয়েছেন। দান্তের লেখায়, বিশেষত 'কমেদিয়া'তে এঁদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দান্তের ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পর ফ্লরেন্সের এক বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের জেমিনা দোনাতি নাম্নী এক মহিলা তাঁর বাগ্‌দত্তা হন ও পরে ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে এঁর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়। দান্তের তিন পুত্র ও দুই কন্যা।

১৩০১ খ্রিস্টাব্দে শ্বেতপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের এক প্রবল সংঘর্ষে কৃষ্ণপক্ষীয়েরা জয়লাভ করে এবং শ্বেতপক্ষীয়েরা (এঁদের মধ্যে দান্তেও ছিলেন) ফ্লরেন্স থেকে নির্বাসিত হন। এই নির্বাসনের ব্যথা দান্তের বুকে দুঃসহ হয়ে বেজেছিল ও তিনি আর কোনো দিন ফ্লরেন্সে ফিরে আসেন নি। জীবনের বাকি কুড়ি বছর তিনি এক নগর থেকে অন্য নগরে ঘুরে বেড়ান। অনেক প্রতিপত্তিশালী লোক তাঁকে নিয়োগ করার জন্য মুখিয়ে ছিলেন, কিন্তু নির্বাসনের কারণে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। 'অন্যের খাদ্য কত লবণাক্ত লাগে ও অন্যের সিঁড়িতে ওঠা-নামা কত কঠিন' ('পারাদিসো', সপ্তদশ সর্গ, ৫৮-৬০), অর্থাৎ 'পরধর্মো ভয়াবহঃ', এ কথা দান্তে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৩২১ খ্রিস্টাব্দের ১৩/১৪ সেপ্টেম্বর র‍্যাভেনাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে তিনি ঘোর গিবেলাইন্‌ হয়ে উঠেছিলেন।

দান্তের রচনাবলীর মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ একত্রিশটি গীতিকবিতার সংকলন 'নতুন জীবন' Vita nuova (সম্ভবত ১২৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত)। এইগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং অধিকাংশের বিষয়বস্তু বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের অনুরাগ। প্রচলিত রীতির

অনুসরণ করে দান্তে এগুলির একটি টীকা যোগ করেন। টীকাটিতে কবিতাগুলির ব্যাখ্যা ছাড়াও দান্তের প্রেমের বিকাশের সঙ্গে কিভাবে কবিতাগুলির বিকাশ হয়েছে তার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। কাব্যে ও গদ্যের সর্বত্র গীতিকাব্যের সুর শোনা যায়। বিয়াত্রিচের মূর্তি কাব্যলক্ষ্মী রূপে সমগ্র গ্রন্থটিকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। ইতালীয় ভাষায় এত সুললিত কবিতা এর আগে লেখা হয় নি, এত সুললিত ও ছন্দোময় গদ্যের তুলনা তখন পাশ্চাত্য জগতের 'আধুনিক' কোনো ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় নি।

প্রথম দশটি কবিতায় বিয়াত্রিচের সৌন্দর্য কিভাবে দান্তেকে আকৃষ্ট করেছিল তার বিবরণ আছে। বিয়াত্রিচের প্রাণশক্তির সমুজ্জ্বল দ্যুতিতে যে অবিস্মরণীয় অঘটনগুলি ঘটেছে তা দ্বিতীয় দশটি কবিতায় লিপিবদ্ধ। শেষাংশে রয়েছে বিয়াত্রিচের মৃত্যু ও দান্তের স্মৃতিচারণ। কাব্যের অন্তে বিয়াত্রিচে অনৈসর্গিক বা আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রতিমূর্তিরূপে প্রকাশোন্মুখ। (বিয়াত্রিচে শব্দটির অর্থ, যে-নারী দেবাশিস্-ধন্যা।) এই প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে 'কমেদিয়া'র শেষ গ্রন্থ 'পারাদিসো'তে।

ল্যাটিন ভাষায় লেখা De Vulgari Eloquentia (১৩০৩-০৪) দান্তের অসমাপ্ত রচনা। দৈনন্দিন ভাষায় ল্যাটনি ভাষার ধ্বনিমাধুর্য কিভাবে সঞ্চারিত করা যায় দান্তে লেখকদের তা শেখাতে চেয়েছিলেন। ভাষা সম্পর্কে সাধারণভাবে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং ইতালীয় ভাষার কোন্ রূপ মহত্তম গীতিকাব্যের উপযোগী সে কথা বিবৃত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ছন্দের আলোচনাও রয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতালীয় উপভাষাগুলি আলোচনার সূত্রপাত করেন দান্তে। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি যুগান্তকারী এবং দান্তের কাব্য পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অপরিহার্য।

Convivio (১৩০৪-০৭) গ্রন্থে দান্তের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী কালে ইংরাজি পত্রিকা The Spectator-এর প্রর্তক অ্যাডিসনের উদ্দেশ্যের অনুরূপ। তাঁর পত্রিকার দশম সংখ্যায় অ্যাডিসন লিখেছিলেন, 'It was said of Socrates, that he brought philosophy down from heaven, to inhabit among men; and I shall be ambitious to have it said of me, that I have brought Philosophy out of closets and libraries, schools and colleges, to dwell in clubs and assemblies, at tea-tables and in coffee-houses.' দান্তে তাঁর নিজের যুগে দর্শনশাস্ত্রকে সাধারণ লোকের করায়ত্ত করানোর এই কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নামও এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সর্বসাধারণের জন্য তিনি 'ভোজসভা'র আয়োজন করেছেন এবং বড় বড় দার্শনিকদের ভোজ্যথালি থেকে টুকিটাকি উদ্বৃত্ত নিয়ে পরিবেষণ করবেন মনস্থ করেছেন। গ্রন্থের প্রথম পর্বে দান্তে তাঁর নিজের ভাষার স্বপক্ষে বলেছেন ও বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন।

De Monarchia (আ. ১৩১৩) নামক ল্যাটিন গদ্যগ্রন্থে দান্তে রাষ্ট্রের পার্থিব ও অপার্থিব দুই দিক পৃথক করা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে দেখানো হয়েছে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পার্থিব সম্রাটের প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে বলা হয়েছে, রোমান্ যারা তারা দিব্যানুশাসন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। তৃতীয় পর্বের বক্তব্য, সম্রাটেরা তাঁদের অধিকার স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেন, পোপের কাছ থেকে নয়।

'কমেদিয়া' দান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী। কবি এখানে নিজেকে অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অন্যান্য সব লেখায় তিনি খণ্ডিত, আংশিক; 'কমেদিয়া'তে তিনি পূর্ণ-প্রকাশিত। 'কমেদিয়া'র পূর্ববর্তী রচনাগুলি যেন এই মহাকাব্য লেখার প্রস্তাবনামাত্র। এটি তিনি সম্ভবত আ. ১৩০৭-১০ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ করেন (কেউ কেউ মনে করেন ১৩১০-১৪ খ্রিস্টাব্দে)। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করেন। এটি তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত— 'ইন্‌ফার্নো' (নরক), 'পুর্গাতারিও' (শুচিকরণ-মণ্ডল) এবং 'পারাদিসো' (স্বর্গ)। প্রতিটি পর্বে তেত্রিশটি সর্গ আছে। এ ছাড়া একটি উপোদ্‌ঘাত আছে 'ইন্‌ফার্নো'র প্রথমে। সুতরাং মোট সর্গসংখ্যা একশত। নাটকীয়তার দিক থেকে, তিনটি পর্বের মধ্যে 'ইন্‌ফার্নো' শ্রেষ্ঠ। এই দিক থেকে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলির সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু অবিমিশ্র কাব্যের গভীর রূপ যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তা হলে 'পারাদিসো'কে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে এবং এই দিক থেকে এটি শেক্সপীয়রের শেষ লেখাগুলির সঙ্গে তুলনীয়। তবে শেক্সপীয়রের শেষ নাটকগুলির শ্রেষ্ঠত্ব যেমন অবিসংবাদিত নয়, 'পারাদিসো'র শ্রেষ্ঠত্বও অনেক অস্বীকার করেছেন।

বহিরঙ্গের দিক থেকে দেখলে দান্তের মহাকাব্যের মূল বিষয় হচ্ছে নরক, পার্গেটরি' ও স্বর্গ এই তিন লোকে দান্তের পরিক্রমা। কিন্তু এর নিগূঢ়ার্থ হচ্ছে, মানুষের কর্মের জন্য তার নিজের দায়িত্ব রয়েছে এবং দিব্যন্যায়াধিশের বিচারালয়ে তার কর্ম অনুসারে সে ফল পাবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, দর্শন সবকিছু 'কমেদিয়া'তে একীভূত হয়েছে। তবু এর গৌরব অন্যকিছুর জন্য ততটা নয় যতটা এর কাব্যত্বের জন্য, রচনাশৈলীর প্রসাদগুণের জন্য। প্রগাঢ় আন্তরিকতা, গভীর অনুভূতি, অনবদ্য আঙ্গিক ও মনোহর রচনাশৈলীই শুধু যে 'কমেদিয়া'তে আছে তা নয়, আছে মানব চরিত্রের গহনে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মধ্যযুগীয় দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর চিন্তাজগতে কোনো সংঘাতের সৃষ্টি করে নি। তিনি এদের সমন্বয় করে কাব্যিক সুষমায় প্রকাশ করেছেন। তবু তাঁর কাব্যে আত্মনিষ্ঠতা দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। ওয়র্ডসোয়র্থের 'প্রেলিউড্'-এর মতো 'কমেদিয়া'ও দান্তের নিজের আত্মিক বিকাশের কাহিনী।

'কমেদিয়া' রূপক-কাব্য ও কাব্যের বিষয়বস্তু এমন যে, দান্তে তখনকার সমাজ-সংসার সমালোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন। তদানিন্তন কালের দুর্নীতিগুলি তিনি অনাবৃত করে দিয়েছেন— প্রথা ও প্রতিষ্ঠান, নগর ও ব্যক্তি, কেউ তাঁর বিচারের কশাঘাত এড়াতে পারে নি। কিভাবে মানুষ নিজেদের উদ্ধার করতে পারে ও খ্রিস্টের নির্দেশিত আদর্শ সমাজে পৌঁছতে পারে সেটা দেখাশোনার জন্য দান্তে প্রয়াসী। ব্রাউনিঙের ভাষায়, 'Dante, who loved well because he hated, / Hated wickedness that kinders loving.'

মৃত্যুর পর মানবাত্মার ভাগ্য বর্ণনায় দান্তে এক প্রচলিত রীতির অনুবর্তন করেছেন যেটা মধ্যযুগে বেশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে পূর্ববর্তী বিবরণগুলির সঙ্গে দান্তের

বিবরণের পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। তদানীন্তন নরক-বর্ণনার বেশি উৎকট দিকগুলি ও স্বর্গ সম্বন্ধে ঐহিক শ্রেয়োবাদী সাধারণ ধারণা দান্তে পরিহার করেছেন। তবে গভীর প্রভাব বিচার করতে হলে যে গ্রন্থের নাম করতে হবে সেটা মরণোত্তর জীবন সম্বন্ধে কোনো মধ্যযুগীয় বিবরণী নয়, সেটা ভার্জিলের 'ঈনিড্'। পরিক্রমাকালীন পথপ্রদর্শক ভার্জিলই দান্তের সত্যকারের গুরু এবং এ কথা স্বীকার করতে দান্তে কখনো কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু ভার্জিলের উদার মানবতাবাদ দান্তে অবিমিশ্রভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। অ্যারিস্টটলের 'নীতিশাস্ত্র' ও অ্যাকুইনাস্কৃত তার ব্যাখ্যায় যে নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেটা সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত নয়, সেই নীতি দান্তে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ অনুসারেই নরকের পাপগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং পার্গেটরির গঠন-কৌশল অ্যাকুইনাসের বিবরণ থেকে নেওয়া। স্বর্গের বিভিন্ন ভাগগুলি অবশ্য প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা থেকে গৃহীত। এই শাস্ত্রে নয়টি বিভিন্ন মণ্ডলের কথা বলা হয়েছে। পর পর প্রতিটি মণ্ডল পূর্ণতার দিকে ক্রমশ উচ্চতর ধাপ।

দান্তের পরিক্রমার মধ্য দিয়ে আত্মার পরিক্রমণ দেখান হয়েছে। পথনির্দেশ করা হয়েছে মানবাত্মা তার লুপ্ত নৈতিক গরিমা কিভাবে ফিরে পাবে সে দিকে। নরক থেকে মানবাত্মার স্বর্গলোকে উত্তরণ, মাঝপথে পাপক্ষালনের বৈতরণী অতিক্রম করার পর। নরকের দ্বারদেশে লেখা আছে, 'যারা এখানে প্রবেশ করবে তারা সব আশায় জলাঞ্জলি দাও।' দিশাহারা ও বিপদে উদ্‌ভ্রান্ত আত্মাকে দুঃখ-বেদনার রাজ্যে ন্যায়বুদ্ধি (অর্থাৎ ভার্জিল) পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর বিভিন্ন ভয়াবহ শাস্তিভোগ প্রত্যক্ষ করে উন্নীত ও পবিত্রীভূত আত্মা ধর্মতত্ত্বের (এখানে বিয়াত্রিচের) নির্দেশে স্বর্গধামের নয়টি প্রদেশে পরিভ্রমণ করবে। দান্তে নিজে শেষ পর্যন্ত স্বর্গে পৌঁছেছেন কিন্তু সে তাঁর নিজের পুণ্যবলে নয়, ঈশ্বরের করুণায়। অনেকগুলি সঙ্কেতের দুটি বা তিনটি ব্যাখ্যা করা যায়— নীতির দিক থেকে, ধর্মের দিক থেকে, ইতিহাসের দিক থেকে। কয়েকটি সাঙ্কেতিক প্রয়োগ অবশ্য এখন বেশ দুর্বোধ্য মনে হয়। অনেক ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক চরিত্র বিভিন্ন দোষ ও গুণের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। দান্তে তাঁর শত্রুদের নরকে বা পার্গেটরিতে যন্ত্রণাভোগরত অবস্থায় দেখিয়ে তাঁদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন। অবশ্য এঁদের জন্য তিনি অনুকম্পাও অনুভব করেছেন। আবার তাঁর বন্ধু ও শুভার্থীদের তিনি স্বর্গলোকের সুখৈশ্বর্যের মধ্যে দেখিয়ে তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

'কমেদিয়া' মহাকাব্য, কিন্তু 'ইলিয়াড্' বা 'রামায়ণ' যেভাবে ঐতিহ্য ও প্রচলিত কাহিনীর সঙ্কলন সে ধরনের নয়। 'ইলিয়াড্' বা 'রামায়ণ' হোমার বা বাল্মীকি ততটা প্রণেতা নন যতটা সম্পাদক। 'কমেদিয়া' সম্পূর্ণভাবে দান্তের নিজস্ব সৃষ্টি, যেমন 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' মিল্টনের কিংবা 'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের। 'কমেদিয়া'কে 'ঈনিডের' মতো জাতীয় মহাকাব্যও বলা যাবে না, কারণ এর নায়ক (দান্তে স্বয়ং) বিশেষ এক রাষ্ট্রের জাতীয় গুণাবলীর আধার নয়। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংঘাতবহুল ইতালীয় জনজীবনের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ এখানে চিত্রিত হয়েছে সে কথা ভেবে 'কমেদিয়া'কে হয়তো জাতীয় মহাকাব্য বলা যেতে পারে। 'কমেদিয়া' মধ্যযুগের মহাকাব্য। মৃত্যুর পরে

নবজীবনের জন্য প্রস্তুতি এর বিষয়বস্তু। এই ছিল মধ্যযুগের মানুষের প্রধান ভাবনা।

Epistle to Can Grande-এ (খুব সম্ভব এটি দান্তের নিজের লেখা) লেখক বলেছেন, 'কমেদিয়া' একটি রূপক এবং সেই রূপককে আগাগোড়া চার ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে— আক্ষরিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও অতীন্দ্রিয়। সমস্ত 'কমেদিয়া'কে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এইভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এ কথা অনেক সময় সমালোচকেরা ভুলে যান, ফলে তাঁদের সমালোচনা একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হয়। 'ইনফার্নো'কে রাজনৈতিক স্তরে, 'পুর্গাতারিও'র বেশিরভাগ অংশ নৈতিক স্তরে ও 'পারাদিসো'কে অতীন্দ্রিয় স্তরে ব্যাখ্যা করার দিকে একটা প্রবণতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

'কমেদিয়া'র আক্ষরিক অর্থ একটাই কিন্তু একাধিক রূপক অর্থ রয়েছে। কাব্যের প্রথমাংশ থেকে উদাহরণ দেখা যেতে পারে। 'এক অন্ধকার অরণ্য' ও তার মাঝখানে দান্তে স্বয়ং। এর আক্ষরিক অর্থ— এক পথিক বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এর নানা ধরনের রূপকার্থ করা যেতে পারে। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে— ভগবানের কাছ থেকে আমরা যে অনেক দূরে চলে এসেছি এবং আধ্যাত্মিক কোনো যোগাযোগ রাখি নি, অন্ধকার অরণ্য সেই ব্যবধানের প্রতীক। রাজনৈতিক দিক থেকে— দান্তের যুগের ইতালির উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ। নৈতিক দিক থেকে— অসত্য ও দুর্নীতির পথ, সভ্য মানুষের অগম্য। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে— অবচেতন মনের সীমাহীন রহস্যের অতল পারাবার।

দান্তের মহাকাব্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সর্বত্র পরিস্ফুট। দান্তে কিন্তু পণ্ডিতদের চিত্তবিনোদনের জন্য 'কমেদিয়া' লেখেন নি। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য লিখেছিলেন। জ্ঞানরাজ্যের অন্তঃপুরে যারা প্রবেশের অধিকার পায়নি তাদের মধ্যে তিনি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এইজন্য তিনি যে ভাষা ও রচনাশৈলী ব্যবহার করেছেন তাকে কাঠিন্যের বর্মে আবৃত করেন নি। সহজ, অনাড়ম্বর শৈলীতে লেখা বলেই, যদিও এই ভাষায় ও শৈলীতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে, দান্তে এর নাম দিয়েছিলেন 'কমেদিয়া'। (গ্রন্থের সুখসমাপ্তি যে নামকরণের জন্য একেবারে দায়ী নয় সে কথা জোর দিয়ে বলা চলে না।) 'কমেদিয়া'কে কঠিন কাব্যগ্রন্থ মনে হওয়া অবশ্য অস্বাভাবিক নয়; তবে বিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো কবির মতো দান্তে নিজে একে দুর্বোধ্য করে তোলার কোনো পরিকল্পনা করেন নি। দান্তের উদ্দেশ্য যদি না জানা থাকে ও তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকে তা হলে 'কমেদিয়া' সুবোধ্য মনে নাও হতে পারে।

বিষয়বস্তু এবং ভাষা ও ছন্দের উপর দান্তের অসামান্য দখল ছিল এবং প্রতিটি শব্দ তিনি সযত্নে চয়ন করেছেন। তাই তাঁর লেখায় অত সুললিত সারল্য আনা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কথাগুলি আমাদের স্মৃতিকে এমনভাবে দোলা দেয় যে, সেগুলি অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। টি. এস. এলিয়ট তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন— 'the great master of the simple style.' দান্তের বিশেষ ছন্দ, যা 'তর্জা রিমা' নামে পরিচিত (প্রতি পঙ্‌ক্তিতে এগারটি সিলেব্‌ল্ এবং তিন লাইনের এক একটি স্তবক), তারও উদ্ভাবক দান্তে স্বয়ং। ইতালীয় ভাষার ফ্লরেন্সে প্রচলিত রূপই দান্তে মোটামুটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রয়োগ ইতালীয় ভাষার স্থায়ী সাহিত্যিক রূপ নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কাব্যের চিত্রকল্প সম্বন্ধে সহজ ভাষায় বলা যায়, শব্দের সাহায্যে ছবি আঁকা। দান্তের 'কমেদিয়া'র চিত্রকল্প সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর সে কথা বলা যায়। দান্তে এমনভাবে শব্দের ব্যবহার করেছেন যাতে আমাদের চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে ওঠে। এই ছবি অনেক সময় এমন জিনিসের যা আমরা বাস্তবজীবনে বহুবার দেখেছি, যেমন, বাগানের পথে মন্থরগতি শম্বুক। কিন্তু বহুবার দেখেছি বলেই সেগুলির সব সৌন্দর্য আমাদের কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে। দান্তের লেখনীতে যখন সেই জিনিসই চিত্রময় হয়ে ওঠে তখন তাতে আমরা অনাস্বাদিত সৌন্দর্যের সন্ধান পাই। আবার অনেক জিনিসের ছবি দান্তে আমাদের জন্য এঁকেছেন যা মানুষের অভিজ্ঞতার গণ্ডির মধ্যে আগে কোনো দিন আসে নি, যেমন, নরকের জ্বলন্ত বালুকণার অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে ধাবমান পাপাত্মাদের 'ঝল্‌সানো' গাত্রচর্ম, কিংবা নীহারিকাপুঞ্জ থেকে আসা অনৈসর্গিক জ্যোতিতে ভাস্বর নন্দনের দিব্য গোলাপ। তুলির সাহায্যে ছবিও দান্তে এঁকেছেন, কিন্তু তাঁর সে ছবি আমাদের জন্য নয়। ব্রাউনিঙের 'ওআন্ ওয়র্ড্ মোর্' কবিতায় তাঁর প্রণয়িনীকে বলছেন—

> 'Dante once prepared to paint an angle;
> Whom to please? You whisper 'Beatrice'.'

দান্তের বর্ণনা-রীতির সঙ্গে মিল্‌টনের বর্ণনা-রীতির তুলনা করা যেতে পারে। 'প্যারাডাইস্ লস্ট্'-এ নরকের বর্ণনা করার সময় মিল্‌টন মোটামুটি, স্থূলভাবে বর্ণনা করেছেন; এর ফলে কবিকল্পনার এক অপূর্ব ওজস্বিতার উন্মেষ ঘটেছে। দান্তের নরক-বর্ণনা সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ, ফলে প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মিল্‌টন বিমূর্ত ও অস্পষ্ট, দান্তে রূপানুগ ও বিশদ। দৃষ্টির স্বচ্ছতার দিক থেকে বিচার করলে দান্তের সমকক্ষ কবি বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

ওজোগুণান্বিত শৈলী সৃষ্টি করার কোনো পূর্বপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে দান্তে লেখেন নি এবং এ বিষয়ে কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন নি। ভার্জিলের সারগর্ভ, ধ্বনিময় ভাষা (কিছুটা যাকে আমরা সংস্কৃত কবি ভারবির ক্ষেত্রে 'অর্থগৌরব' বলি) দান্তের লেখাকে প্রভাবিত করেনি এমন নয়। ধর্মতত্ত্বে প্রচলিত পারিভাষিক শব্দাবলী এবং প্রতীকের নানাবিধ সূক্ষ্ম প্রয়োগও দান্তে শিখেছেন। কিন্তু তাঁর পরিণত শৈলীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক আশ্চর্য সমতা।

দান্তের কাব্যে নাটকীয় গুণও যথেষ্ট রয়েছে। তাঁর চিন্তার মধ্যে শক্তি ও সূক্ষ্মতা রয়েছে; তার সঙ্গে রয়েছে মানুষের জন্য দরদ আর নীতির প্রতি অবিচল আস্থা। আর এই সমস্তকে বিচ্ছুরিত করে রয়েছে তাঁর অসাধারণ প্রখর কল্পনাশক্তি। নানা মানুষের চরিত্র তাঁর কাব্যপটে ভিড় করে আছে। এদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ও বিচ্ছেদের টানা-পোড়েনে নাটকীয়ত্ব গ্রথিত হয়েছে। এবং সমগ্র 'কমেদিয়া' প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আর সমস্ত কিছু মথিত করে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে কবির অপরাজিত চিত্ত থেকে উৎসারিত মূর্ছনা, কখনও আনন্দমুখর কখনও বিষাদকরুণ।

দান্তের মহাকাব্য 'কমেদিয়া' যে সাধারণ মানুষের জন্য লেখা, বিশেষ কোনো বিপশ্চিৎ-গোষ্ঠীর জন্য নয়, সে কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে। অবাস্তব নিয়ে দান্তের

বেসাতি, তিনি ধর্মতত্ত্বের কচকচিতে মশগুল, এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁর কাব্যের কোনো সার্থকতা নেই, এসব উক্তি অজ্ঞতাপ্রসূত। যদিও, আক্ষরিকভাবে, মৃত্যুর পর মানবাত্মার অবস্থা কি হয় তা তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। ইহজীবনে যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের সুখের সন্ধান দেওয়া দান্তের মূল লক্ষ্য। আর এই জীবনে যারা দুঃখভোগ করে তারা কোনো বিশেষ শতাব্দীর বা বিশেষ দেশের মানুষ নন। তারা সর্বকালের, সর্বদেশের মানুষ। দান্তে যে স্বর্গ-নরকের বর্ণনা করেছেন, এক দিক থেকে দেখলে তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন মানসিক অবস্থা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার চিত্র। নরকযন্ত্রণা আমরা এখানেই ভোগ করি, স্বর্গসুখও ধূলার ধরণীতে সম্পূর্ণ দুর্লভ নয়। সকল দেশের সকল মানুষের জন্য 'কমেদিয়া'র গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আধুনিক কালের মানুষ তাই 'কমেদিয়া'কে উপেক্ষা করতে পারে না। ঐহিক জীবনের জটিলতা এ যুগে অনেক বেড়েছে, অশান্তিও ঘনীভূত হয়েছে। দান্তের নির্দেশিত পথ আমাদের মুক্তির পথ। বাসনার ও ভোগের গোলকধাঁধার মধ্যে দুর্নীতি, শঠতা ও স্বার্থপরতার মায়াজালের মধ্যে এ পথের নিশানা নেই। সে পথ সু-নীতির পথ, কর্তব্যের পথ, ত্যাগের পথ; সর্বোপরি, প্রেমের পথ। প্রেম সর্বোত্তম। 'পারাদিসো'র শেষ ছত্রে দান্তে যে প্রেমস্বরূপের কথা বলেছেন, যে দিব্য প্রেমশক্তির প্রভাবে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-তারকা সঞ্চালিত (l'amor che move ill sole e l'altre stelle), সেই মহান্ প্রেমের কাছে, যিনি রাজার রাজা তাঁর কাছে, আমাদের নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে হবে, কারণ 'তার ইচ্ছাতেই আমাদের শান্তি' ('e la sua volontate e nostra pace.' 'পারাদিসো', ৩/৮৫)।